

■■ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মুসলিম জীবনের আদব-কায়দা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ পঞ্চম অধ্যায় - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুমিন বান্দার আদব রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুমিন বান্দার আদব

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ন 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে পরিপূর্ণ আদব রক্ষা করার আবশ্যকতার বিষয়টি মুসলিম ব্যক্তি তার মনে প্রাণে অনুভব করে; আর এ আবশ্যকতার ব্যাপারটি নিম্নোক্ত কারণে:

১. আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও নারীর উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে পরিপূর্ণ আদব রক্ষা করে চলার বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন; কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণীর মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন:

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيانَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সমক্ষে তোমরা কোনো বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না।"[1] আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা আরও বলেন:

﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرافَعُواْ أَصاوَاتَكُما فَواقَ صَوات ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجاهَرُواْ لَهُ الْ الْكَوَالِ كَجَهارِ بَعاضِكُما لِبَعاضِ أَن تَحالَبُطَ أَعامَلُكُما وَأَنتُما لَا تَشاعُرُونَ ٢ ﴾ [الحجرات: ٢]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল, তার সাথে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না; এ আশঙ্কায় যে, তোমাদের সকল কাজ বিনষ্ট হয়ে যাবে, অথচ তোমরা উপলব্ধিও করতে পারবে না।"[2] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُونَ أَصِاوَٰتَهُما عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ ٱما ٓتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُما لِلتَّقاوَىٰ اَلَهُم مَّعافِرَة وَ وَأَجارَ عَظِيمٌ ٣ ﴾ [الحجرات: ٣]

"নিশ্চয় যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।"[3] আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلسَّحُجُرُتِ أَكَاتَزُهُم اللَّهُ عَلَقِلُونَ ٤ وَلَوا أَنَّهُم ا صَبَرُواْ حَتَّىٰ تَحْارُجَ إِلَياهِمِا لَكَانَ خَيارًا لَّهُم اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُم اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُم اللَّهُ اللَّهُم اللَّهُم اللَّهُ اللَّهُم اللَّهُمُ اللَّهُم اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّا اللَّهُمُ اللَّا ا

"নিশ্চয় যারা হুজরাসমূহের পিছন থেকে আপনাকে উচ্চস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই বুঝে না। আর আপনি বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্য ধারণ করত, তবে তা-ই তাদের জন্য উত্তম হত।"[4] তিনি আরও বলেন:

لَّا تَجِاعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُول بَيانَكُم ا كَدُعَآءِ بَعاضِكُم بَعاضًا ا



"তোমরা রাসূলের আহবানকে তোমাদের একে অপরের আহ্বানের মত গণ্য করো না।"[5] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿ إِنَّمَا ٱلدَّمُودَهِ مِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ ۚ عَلَىٓ أَمالٍ جَامِعٍ لَّم ۚ يَذا هَبُواْ حَتَّىٰ يَساتَ اللَّهِ ﴾ [النور: ٦٢]

"মুমিন তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনে এবং রাসূলের সঙ্গে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্র হলে তারা অনুমতি ছাড়া সরে পড়ে না।"[6] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَاتَا اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ فَإِذَا ٱساتًا الذُّونَ لِبَعاضِ شَأَ النَّهِ عَالَى فَأَوْذَن لِللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا ا

"নিশ্চয় যারা আপনার অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান রাখে। অতএব তারা তাদের কোনো কাজের জন্য আপনার অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছে আপনি অনুমতি দেবেন।"[7] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَجِياتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيانَ يَدَي اَ نَجاوَلٰكُم اَ صَدَقَةً اَ ذَٰلِكَ خَيارا الَّكُم وَأَطابَهَرُ الْ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন রাসূলের সাথে চুপি চুপি কথা বলতে চাও, তখন তোমাদের এরূপ কথার পূর্বে কিছু সাদাকাহ্ পেশ কর, এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় ও পরিশোধক; কিন্তু যদি তোমরা অক্ষম হও, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[8]

২. আল্লাহ তা'আলা মুমিনগণের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করার বিষয়টিকে ফর্য করে দিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে তাঁকে মহব্বত করার বিষয়টিকেও তাদের জন্য বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর।"[9] তিনি আরও বলেন:

فَلاَيكَ الذِّينَ يُخَالِفُونَ عَن الْمارِهِ اللَّهِ عَن اللَّهِ اللَّهِ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"কাজেই যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"[10] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

وَمَآ ءَاتَلِكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَلِكُم ۚ عَناكَهُ فَٱنتَهُواْ اللَّهِ

"আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেয়, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে, তা থেকে বিরত থাক।"[11] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

قُل؟ إِن كُنتُم؟ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحابِبا كُمُ ٱللَّهُ وَيَعْافِرا ٱكُما ذُنُو بَكُماكا

"বলুন, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন।"[12]



৩. আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ইমাম (নেতা) ও বিচারক বানিয়ে দিয়েছেন: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"আমরা তো আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আপনি আল্লাহ আপনাকে যা জানিয়েছেন, সে অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা করতে পারেন।"[13] তিনি আরও বলেন:

"আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, আপনি সে অনুযায়ী বিচার নিষ্পত্তি করুন এবং আপনি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না।"[14] তিনি আরও বলেন:

"কিন্তু না, আপনার রবের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারের ভার আপনার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর আপনার মীমাংসা সম্পর্কে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।"[15] তিনি আরও বলেন:

"অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ, তার জন্য যে আশা রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের।"[16]

আর ইমাম ও বিচারকের সাথে ভদ্রতা ও সভ্যতা বজায় রেখে চলার বিষয়টিকে শরী'য়তের বিধিবিধানসমূহ ফরয করে দিয়েছে, বিবেক-বৃদ্ধি তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং সঠিক যুক্তি তাকে মেনে নিয়েছে।

8. আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মহব্বত করার বিষয়টিকে তাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের) ভাষায় ফরয করে দিয়েছেন; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

(متفق عليه). (متفق عليه). (متفق عليه). (متفق عليه). وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَاللَّهِ مِنْ وَلَدِهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ وَلَدِهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ وَلَدِهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ وَلَدِهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ وَلَكِهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُلَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

৫. যাঁকে তাঁর রব আল্লাহ তা'আলা শারীরিক গঠনাকৃতি ও নৈতিক চরিত্রের সৌন্দর্যের দ্বারা বিশেষিত করেছেনে এবং যাঁকে আত্মসম্মান ও বৈশিষ্ট্যের পূর্ণতা দান করেছেন, তিনি হলেন সবচেয়ে সুন্দর ও শ্রেষ্ঠতর সৃষ্টি; সুতরাং যাঁর এ অবস্থা, তাঁর সাথে ভদ্র ও সভ্য আচরণ করার বিষয়টি আবশ্যক হবে না কিভাবে!এসব হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আদব রক্ষা করে চলার কিছু জরুরি বিষয় এবং এগুলো ছাড়া আরও অনেক বিষয় রয়েছে; কিন্তু কিভাবে আদব রক্ষা করা যাবে? আর কিসের দ্বারা সে আদব রক্ষা করা সম্ভব হবে? এ বিষয়টি ভালভাবে জানতে হবে!



>

ফুটনোট

- [1] সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১
- [2] সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ২
- [3] সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ৩
- [4] সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ৪ ৫
- [5] সূরা আন-নূর, আয়াত: ৬৩
- [6] সূরা আন-নূর, আয়াত: ৬২
- [7] সূরা আন-নূর, আয়াত: ৬২
- [৪] সূরা আল-মুজাদালা, আয়াত: ১২
- [9] সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ৩৩
- [10] সূরা আন-নূর, আয়াত: ৬৩
- [11] সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৭
- [12] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১
- [13] সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০৫
- [14] সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৪৯
- [15] সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬৫
- [16] সূরা, আল-আহ্যাব, আয়াত: ২১



[17] বুখারী, হাদিস নং- ১৪ ও ১৫; মুসলিম, হাদিস নং- ১৭৮

• Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=11099

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন